

চলচ্চিত্রে অশ্লীলতা : কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়

শাহ্ আবদুল হালিম

অশ্লীলতা একটি সামাজিক ব্যাধি। এটি কিভাবে আমাদের দেশকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে গেছে ও যাচ্ছে, তার দু'একটি উদাহরণ দেয়া যাক। এক. সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশিষ্ট অভিনেত্রী ডলি জহুর চলচ্চিত্রে অশ্লীলতা ও নোংরামির কারণে অভিনয় ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। দুই. অশ্লীল, বিকৃত ও যৌন কামনার দৃশ্যে অভিনয়ের জন্য বিদেশ থেকে অভিনেত্রী আমদানি করা হচ্ছে। তিন. চলচ্চিত্র সমিতির সাধারণ সম্পাদক, জনপ্রিয় নায়ক মান্না দুঃখ করে বলেছেন, অশ্লীলতা বৃদ্ধির কারণে নতুন মেয়েরা চলচ্চিত্রে কাজ করতে চাচ্ছে না। এ কারণে একশ্রেণীর নির্মাতা ভাসমান পতিতাদের দিয়ে ছবিতে কাজ করাচ্ছেন। চার. বিশিষ্ট সাংবাদিক চলচ্চিত্র সমালোচক সাদেক খানের বরাত দিয়ে এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, একটি রাশিয়ান চ্যানেল নিম্নরূপের পর্নোগ্রাফি দেখাচ্ছে। পাঁচ. লেখক হাসনাত আব্দুল হাই দাবি করেছেন, অশ্লীলতা রোধে শিক্ষক, সমাজকর্মী, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের লোকদের নিয়ে সারাদেশে বিভিন্ন পর্যায়ে কমিটি গঠন করতে হবে। এসব কমিটি 'ওয়াচ ডগ' হিসেবে কাজ করবে এবং সেন্সর নীতিমালা অমান্য হলে পুলিশকে খবর দেবে। এসব বিশিষ্ট ব্যক্তির মন্তব্য থেকেই বুঝা যাচ্ছে চলচ্চিত্রে নোংরামি-অশ্লীলতা কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে।

রাস্তাঘাটে বিকৃত রুচির সিনেমা পোস্টার, প্রেক্ষাগৃহের সামনে কুরচিপূর্ণ বিলবোর্ড ও পত্র-পত্রিকায় অশ্লীল বিজ্ঞাপন এখন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব অশ্লীল পোস্টার বিশেষ করে বস্ত্র ও শ্রমিক কলোনির আশপাশে লাগানো হয় এবং এগুলো নানা ধরনের অপরাধের জন্ম দিচ্ছে। পাশাপাশি এসব পোস্টার কিভারগার্টেন, স্কুল-কলেজের আশপাশে এবং আবাসিক এলাকায়ও লাগানো হচ্ছে। আজকাল মা-বাবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে তাদের উঠতি বয়সের বাচ্চাদের বাসগৃহে ফিরিয়ে আনতে গিয়ে এসব পোস্টারের কারণে বিড়ম্বনা ও বিব্রতকর প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছেন।

আইনের তোয়াক্কা না করেই এসব করা হচ্ছে। ১৯৬৩ সালের সেন্সর অব ফিল্ম রুলের ৭ম অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রকাশ্যে ছায়াছবির অশ্লীল পোস্টার লাগানো এবং পত্র-পত্রিকায় অশ্লীল বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা শাস্তিমূলক অপরাধ। বিগত ২০০১ সালের নির্বাচনের পূর্বে নিবন্ধকার প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে একটি এজেন্ডা বা কর্মসূচি পেশ করেন যার বিষয়বস্তু ছিল সামাজিক ক্ষেত্রে আমরা অর্থ ব্যয় না করেও কী করতে পারি, যার জন্য সরকারের সদিচ্ছাই যথেষ্ট। এ প্রস্তাবনা বাস্তবায়নের জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ অথবা বৈদেশিক ঋণ বা সাহায্যের প্রয়োজন হবে না। প্রয়োজন হবে না দাতাগোষ্ঠী বা জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি), বিশ্বব্যাংক বা আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)-এর সাহায্যের।

এ প্রস্তাবনা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রধানদের কাছে পেশ করে অনুরোধ করা হয় যে, দলগুলো যেন ২০০১ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে অশ্লীলতা বন্ধের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি নিজ নিজ দলের নির্বাচনী ইশতেহারে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে জনগণের সামনে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। দুঃখজনক হলেও সত্য, এ প্রস্তাবনা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়।

দেখা যাক কী ছিল এ এজেন্ডায় যা নেতৃবৃন্দের সুনজরে পড়েনি : এক. যদি আমাদের দল সরকার গঠন করে তবে আমরা চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডকে পুনর্গঠন করব। সেই সাথে বাংলাদেশ টেলিভিশনের জন্য একটি পৃথক সেন্সর বোর্ড গঠন করা হবে। এই বোর্ডের সদস্য সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োগ করা হবে। চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন অনুষ্ঠানে নৈতিক ও ইসলামী মূল্যবোধের প্রতিফলন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং অশ্লীলতা (যা সমাজের নৈতিক বাঁধন, বিন্যাস, সামাজিক প্রথা, আমাদের ঐতিহ্য ও নবপ্রজন্মকে ধ্বংস করছে) বন্ধ করার জন্য উভয় বোর্ডের সদস্য হিসেবে অন্যান্যের মধ্যে নিয়োগ করা হবে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মহিলা, শিশু ও ধর্মীয় সংগঠনের প্রতিনিধি, আলেম, প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ এবং বাংলা একাডেমী, শিল্পকলা একাডেমী, শিশু একাডেমী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রতিনিধি। চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের সেন্সর নীতিমালা নতুন করে ঢেলে সাজানো হবে।

দুই. যদি আমাদের দল সরকার গঠন করে, তবে আমরা সিনেমার কাহিনীর ওপর প্রি-সেন্সরশিপ ব্যবস্থা চালু করব যাতে চলচ্চিত্রে বাস্তব জীবন, স্বদেশপ্রেম ও নৈতিকতার প্রতিফলন ঘটে। চলচ্চিত্রে সেন্সরশিপ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সিনেমা প্রযোজকদের প্রথম রিল ছবি নির্মাণের পর তা চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডে ছাড়পত্রের জন্য জমা দিতে হবে। চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের সদস্যরা এফডিসি স্টুডিওতে সার্বক্ষণিকভাবে উপস্থিত থাকবেন। চলচ্চিত্র প্রযোজকদের দ্বিতীয় রিল ছবি নির্মাণের জন্য এফডিসি স্টুডিও ব্যবহারের অনুমতি তখনই দেয়া হবে যখন প্রথম রিল ছবি চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের ছাড়পত্র পাবে। চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের সার্বক্ষণিক সদস্যদের পর্যাপ্ত সম্মানী দেয়া হবে।

তিন. যদি আমাদের দল সরকার গঠন করে তবে আমরা অশ্লীল সিনেমা পোস্টার যত্রতত্র লাগানো এবং সিনেমা হলের সামনে লাগানো প্রায় উলঙ্গ বিলবোর্ড বন্ধের জন্য কঠোর পদক্ষেপ নেব। এসব পোস্টার ও বিলবোর্ড যুবকদের নৈতিক অবক্ষয়, ধর্ষণ এবং এ ধরনের অন্যান্য সহিংস ও নিষ্ঠুর আচরণের জন্য অনেকাংশে দায়ী। সকল চলচ্চিত্র পরিবেশক এবং প্রেসকে অশ্লীল পোস্টার না ছাপানোর জন্য নির্দেশ দেয়া হবে। এ আদেশের লঙ্ঘনকে দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে এবং সে জন্য শাস্তি দেয়া হবে। সিনেমার পোস্টারে প্রেসের নাম মুদ্রণ বাধ্যতামূলক করা হবে যাতে অশ্লীল পোস্টার যে প্রেসে ছাপা হয়, তাকে আইনের হাতে সোপর্দ করা যায়।

চার. যদি আমাদের দল সরকার গঠন করে তবে আমরা টেলিভিশন বিজ্ঞাপনে নারীদেহ ও সৌন্দর্যকে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নেব। এসব অশ্লীল কার্যক্রম আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও ধর্ম বিশ্বাসের বিরোধী।

পাঁচ. যদি আমাদের দল সরকার গঠন করে, তবে আমরা কুরুচিপূর্ণ ‘আকাশ সংস্কৃতি’র আশ্রয় বন্ধের জন্য ডিশ লাইন বিতরণকারী প্রতিষ্ঠানের ওপর কঠোর ও কার্যকর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করব। ডিশ লাইন বিতরণকারী এসব প্রতিষ্ঠানকে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট টেলিভিশন চ্যানেল, যা অশ্লীল নয়, তা বিতরণের অনুমতি দেয়া হবে যেমন বিবিসি, সিএনএন, আল জাজিরার মতো খবরের চ্যানেল, কিউটিভি, খেলাধুলার চ্যানেল, কার্টুন চ্যানেল, ন্যাশনাল জিওগ্রাফি, ডিসকভারি এবং অন্যান্য ইতিবাচক ও গঠনমূলক চ্যানেল। কোন ডিশ চ্যানেল বিতরণকারী প্রতিষ্ঠান যদি এ আদেশ অমান্য করে, তবে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। বাংলাদেশ টেলিভিশনকে স্বায়ত্তশাসন দেয়া হবে। তবে সেই সাথে বিটিভির ওপর সরকারের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ থাকবে যাতে এ স্বায়ত্তশাসন জাতীয় সংস্কৃতি ও জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে অপব্যবহার করা না যায়। বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল নিয়ন্ত্রণের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হবে যাতে এসব চ্যানেল অশ্লীল সংস্কৃতির বিস্তৃতি ঘটাতে এবং জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করতে না পারে।

ছয়. যদি আমাদের দল সরকার গঠন করে, তবে আমরা অশ্লীল কনসার্ট, ব্যান্ড শো, ফ্যাশন শো, সুন্দরী প্রতিযোগিতা বন্ধ করতে পদক্ষেপ নেব। এসব অনুষ্ঠান টেলিভিশন স্ক্রান, পাঁচতারা হোটেল বা কোনো অডিটোরিয়াম- যেখানেই হোক না কেন। মহিলা ক্রীড়াবিদদের কার্যক্রম শুধুমাত্র তাদের জন্য নির্দিষ্ট স্টেডিয়ামে (অথবা সাধারণ স্টেডিয়ামে শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট দিনে) ও ইনডোর স্টেডিয়ামে সীমাবদ্ধ থাকবে এবং কোনো অবস্থাতেই পুরুষদের মহিলা ক্রীড়াবিদদের সাথে অবাধে মেলামেশা করতে দেয়া হবে না- তা প্রশিক্ষণ, প্রতিযোগিতা বা পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান যাই হোক না কেন। মহিলা ক্রীড়াবিদরা স্বাভাবিক শালীন পোশাক-পরিচ্ছদে না থাকলে তাদের কার্যক্রম টেলিভিশন বা সংবাদপত্রে প্রচার করা হবে না। বিদেশে মহিলা ক্রীড়াবিদদের অংশগ্রহণ শুধুমাত্র এসব ক্রীড়া অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ থাকবে যাতে অংশ নিলে মহিলা ক্রীড়াবিদদের এমন পোশাক পরিধান করতে না হয় যা তাদের দেহকে অনাবৃত করে এবং যা অশোভন। সাত. যদি আমাদের দল সরকার গঠন করে, তবে আমরা কার্যকর পদক্ষেপ নেব যাতে আমাদের সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে মহিলাদের সৌন্দর্যকে পর্যটন শিল্পের বিকাশের জন্য ব্যবহার করা না হয়। আট. যদি আমাদের দল সরকার গঠন করে তবে আমরা লটারিসহ সব ধরনের জুয়া বন্ধ করব। সেই সাথে মাদক দ্রব্যের আমদানি, উৎপাদন ও বিক্রি নিষিদ্ধ করব। নয়. যদি আমাদের দল সরকার গঠন করে, তবে আমরা পতিতাবৃত্তি- যা নারীর মর্যাদার জন্য অবমাননাকর এবং মানবাধিকারের পরিপন্থী- আইন করে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করব। এর জন্য দণ্ডবিধিতে (Penel Code) প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হবে। আদালত বা নোটারি পাবলিকের সাহায্যে এফিডেভিটের মাধ্যমে পতিতাবৃত্তিতে যোগদানের বর্তমানে যে ব্যবস্থা আছে তা আইন করে নিষিদ্ধ করা হবে। বর্তমান আইনে পতিতাবৃত্তিতে যোগদানের অন্য কোনো ফাঁক-ফোকর যদি থেকে থাকে, তবে তাও আইনে সংশোধনী আনার মাধ্যমে বন্ধ করা হবে। পতিতাদের পুনর্বাসনের জন্য সকল পদক্ষেপ নেয়া হবে এবং এ জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করা হবে।

বিগত ২৪ ডিসেম্বর, ২০০৩ সালে জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ) আয়োজিত দিনব্যাপী কর্মশালা ‘এঃযব ওসধমব ড়ভ ড়ড়সবহ রহ গবফরধ’-তে নিবন্ধকার আমন্ত্রিত হন। বিভিন্ন পর্যায়ে এ কর্মশালায় চিত্রনায়ক আবদুর রাজ্জাক ও ইলিয়াস কাঞ্চন, পরিচালক কাজী হায়াৎ, চলচ্চিত্র গবেষক অনুপম হায়াৎ ছাড়াও রফিকুল ইসলাম সরকার (উন্নয়ন সংগঠক), শাহনাজ মুন্সী (এটিএন), রাশিদা আমিন (বাসস), মাসুমা খান (দৈনিক সংবাদ), ফাহিমদা নবী, তানিয়া আহমেদ, মুনিরা ইউসুফ মেমী, কানিজ সুবর্ণা, প্রফেসর ইশরাত শামীম (সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢা.বি.), এডভোকেট সালমা আলী প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন।

সুপারিশ তৈরির জন্য কর্মশালার অংশগ্রহণকারীদের তিনটি গ্রুপে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক গ্রুপ আলাদাভাবে সুপারিশ তৈরি করে। সাংবাদিকদের গ্রুপে নিবন্ধকার উপরে উল্লেখিত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছে পেশকৃত এজেন্ডা উপস্থাপন করেন।

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা চলচ্চিত্রে অশ্লীলতার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন এবং কয়েকটি বিষয়ের ওপর জোর দেন। যেমন—নারী ও পুরুষ কারোই অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি নাচগান, সংলাপ বা অন্য কোনো দৃশ্যে দেখানো যাবে না। এসব উপস্থাপনার বিরুদ্ধে সেন্সর বোর্ডকে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। ধর্ষণের দৃশ্য এমনভাবে চিত্রিত করতে হবে যাতে ধর্ষকের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয়। বিলবোর্ড ও বিজ্ঞাপনে অশ্লীলতা বন্ধ করতে হবে। চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের সদস্য হিসেবে বাংলা একাডেমী, শিল্পকলা একাডেমী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মহিলা সংগঠন, শিশু একাডেমী ও অন্যান্য শিশু সংগঠনের প্রতিনিধি থাকতে হবে। মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ও ইরানের মতো অশ্লীল টিভি চ্যানেল বন্ধ করতে হবে। বিনোদন, সিনে ও ক্রাইম পত্রিকায় অশ্লীলতা বন্ধ করতে হবে। নারীকে অশ্লীলভাবে উপস্থাপন বন্ধ করতে হবে। মিডিয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকদের একটি দল স্বউদ্যোগে মিডিয়ায় অশ্লীলতা মনিটরিংয়ে নিয়োজিত থাকতে হবে। সকল কর্মকাণ্ড ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নৈতিক মূল্যবোধকে বিবেচনায় রাখতে হবে, প্রাধান্য দিতে হবে।

এসব প্রস্তাব ইউএনএফপিএ'র মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের কাছে এ কর্মশালার সুপারিশ হিসেবে প্রেরণ করা হয়। কর্মশালার সুপারিশ হিসেবে আমার মূল প্রস্তাবনার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয় যা ইতিপূর্বে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়নি। চলচ্চিত্রে অশ্লীলতা বর্তমানে যে পর্যায়ে পৌঁছেছে সে পরিপ্রেক্ষিতে আরো কঠোর পদক্ষেপ নেয়া জরুরি হয়ে পড়েছে।

চলচ্চিত্রের সাথে জড়িত সকলেই মনে করছেন, বর্তমান আইন যথেষ্ট নয়। নতুন আইন প্রণয়ন করতে হবে। নতুন আইন প্রণয়ন করার সময় প্রচলিত আইনের ফাঁক-ফোকর বন্ধ করতে হবে যাতে কেউ নিজ দায় না এড়াতে পারে। আইন বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে সকল পর্যায়ের সিভিল ব্যুরোক্রেসি (ডিসি, ইউএনও) এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার (এসপি, ওসি) দায়িত্ব নির্দিষ্ট করতে হবে। এফডিসি এবং ডিএফপি'র কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের দায়িত্বও নির্দিষ্ট করে দিতে হবে। সেই সাথে ম্যাজিস্ট্রেটসির ব্যবস্থার সময় শুটিং স্পট পরিদর্শন করতে হবে যাতে অশ্লীল ছবি চিত্রায়িত না করা যায়। বর্তমান আইনে শাস্তির মেয়াদ খুবই কম। অশ্লীল চলচ্চিত্র চিত্রায়ন ও পরিবেশনায় জড়িত সকলের (প্রযোজক, পরিচালক, শিল্পী-টেকনিশিয়ান) কঠোর শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা প্রস্তাবিত আইনে থাকতে হবে। এ আইনে অশ্লীল চলচ্চিত্র নির্মাণের সাথে জড়িত সকলকে গ্রেফতার, দীর্ঘ কারাবাস ও উচ্চহারে জরিমানার বিধান থাকতে হবে।

চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের ছাড়পত্রের পর যে সমস্ত অশ্লীল কাটপিস সিনেমাতে জুড়ে দেয়া হয়, তাও সরকারি-বেসরকারি কোনো ল্যাবরেটরিতে পরিস্ফুটিত। এফডিসি, ডিএফপি দুটোই সরকারি প্রতিষ্ঠান। এ দুটো প্রতিষ্ঠানের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যেসব ল্যাবরেটরিতে সিনেমার ফিল্ম পরিস্ফুটিত হয়, তার ওপর খবরদারি করার জন্য র‍্যাব ও অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে দায়িত্ব দিতে হবে।

অভিযোগ উঠেছে, অসাধু সিনেমা প্রযোজক ও পরিবেশকরা নিম্ন আদালত থেকে স্থগিতাদেশের সুযোগ নিয়ে অশ্লীল চলচ্চিত্র সিনেমা হলে দেখানো হয়। এসব অসাধু প্রযোজক ও পরিবেশকরা আদালতের ক্ষমতার অপব্যবহার করে অন্যায় সুবিধা নিচ্ছে। বলা হচ্ছে, পাবলিক প্রসিকিউটররা অশ্লীল চলচ্চিত্র যাতে আদালত থেকে স্থগিতাদেশ না পায়, তা নিশ্চিত করতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন না। বরং অর্থের বিনিময়ে দেশ ও জাতির স্বার্থ জলাঞ্জলি দিচ্ছেন। এসব অবৈধ কর্মকাণ্ড ও অর্থের আদান-প্রদান বন্ধের জন্য বিশেষ আদালত গঠন করতে হবে। সিনেমা প্রযোজক ও পরিবেশকরা কেবলমাত্র এ বিশেষ আদালতেই মামলা দায়ের করতে পারবেন এবং প্রয়োজনে স্থগিতাদেশ পেতে পারবেন। কোনো সিনেমাকে চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড কর্তৃক প্রদর্শনের অনুপযুক্ত ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত আদালত থেকে আগাম স্থগিতাদেশ নেয়ার ব্যবস্থা রহিত করতে হবে।

যে সেন্সর নীতিমালা আছে তার পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে। স্পষ্ট করে বলতে হবে, কোন ধরনের কাহিনী, কোন ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ, কোন ধরনের নাচ-গান এবং কোন ধরনের ভায়োলেঞ্চ গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

অশ্লীলতা বন্ধ করার লক্ষ্যে বিগত সেপ্টেম্বর ২০০৩ সালে বাংলাদেশ ফিল্ম ফেডারেশন যে ১৬ দফা সুপারিশ তথ্য মন্ত্রণালয়ে জমা দিয়েছে তা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার দাবিদার। দীর্ঘসময় পার হলেও এ ১৬ দফা সুপারিশ বাস্তবায়নে সরকার কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি। অনতিবিলম্বে এসব সুপারিশ বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নেয়া দরকার। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : ১. অশ্লীলতা বন্ধে গঠিত টাস্কফোর্স পুনর্গঠন করতে হবে এবং টাস্কফোর্সকে পর্যাপ্ত ক্ষমতা প্রদান করতে হবে। অশ্লীল ছবি নির্মাতাদের টাস্কফোর্স থেকে বাদ দিতে হবে। সেন্সর বোর্ডের সদস্যদের টাস্কফোর্সের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। টাস্কফোর্স যে কোনো সময় যে কোনো স্থান থেকে অশ্লীল ছবি ও সেন্সরবিহীন কাটপিস জব্দ করতে পারবে এবং তাদের আহ্বানে পুলিশ প্রশাসনকে তাত্ক্ষণিক তাদের সহযোগিতার জন্য হাজির হতে হবে। ২. অশ্লীল ছবি নির্মাতা যেমন প্রযোজক, পরিচালক, ক্যামেরাম্যান, শিল্পী ও অন্য কুলাকুলীদের জন্যও শাস্তিমূলক আইন থাকতে হবে, জেল-জরিমানার বিধান থাকবে। প্রদর্শিত চলচ্চিত্রে অশ্লীল নীল ছবি সংযোজন করলে প্রমাণ সাপেক্ষে যারা সংযোজন করবেন তাদের বিরুদ্ধে একই রকম আইনানুগ

ব্যবস্থা থাকতে হবে। ৩. পোশাক পরিচ্ছদ ব্যবহারে নতুন আইন প্রণয়ন করতে হবে এবং অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন, নৈতিকতাবিরোধী অশোভন আচরণের জন্য জেল-জরিমানার ব্যবস্থা থাকতে হবে। ৪. বিভিন্ন চলচ্চিত্রের অফিসসমূহে অশ্লীল নগ্ন ছবির স্থিরচিত্র প্রদর্শন করে সমাজ ও চলচ্চিত্র ব্যবসাকে যারা কলুষিত করছে তাদের টাক্সফোর্স চিহ্নিত করবে এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাদের দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ৫. সরকারি ও বেসরকারি ল্যাবরেটরি থেকে যাতে অশালীন ও অশ্লীল ছায়াছবির প্রিন্ট তৈরি করা না হয়, তার জন্য নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে হবে। টাক্সফোর্সের অনুরূপ একটি কমিটি করে তাদের দ্বারা ল্যাবরেটরিগুলোতে মনিটরিং করতে হবে এবং তাদের রিপোর্টের ভিত্তিতে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার বিধান থাকতে হবে। ৬. চলচ্চিত্রে অশালীন ভাষা ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। ৭. হংকং, সিঙ্গাপুরের অশ্লীল ইংরেজি ছবি আমদানি বন্ধ করতে হবে। ৮. তথ্য মন্ত্রণালয় সকল জেলা প্রশাসককে সিনেমাটোগ্রাফ অ্যাক্ট অনুযায়ী দায়িত্ব পালন এবং প্রয়োজনে স্ব-স্ব এলাকায় ভিজিল্যান্স টিম গঠন করে প্রেক্ষাগৃহসমূহ পরিদর্শন এবং অশালীন অশ্লীল ছবির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করবে। এক্ষেত্রে জবাবদিহিতার ব্যবস্থা থাকতে হবে, জেল-জরিমানার ব্যবস্থা থাকতে হবে। ৫ বছর জেল ও ৫ লাখ টাকা জরিমানা এবং সিনেমা হলের লাইসেন্স বাতিল করতে হবে। ৯. অশালীন ও অশ্লীল ছবি নির্মাণ ও প্রদর্শনের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার জন্য বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ অন্যান্য চ্যানেল এবং বাংলাদেশ বেতারের মাধ্যমে প্রচারাভিযান চালাতে হবে। তথ্য মন্ত্রণালয়ের নিক্ষিপ্ত ভূমিকা কাম্য নয়। সরকার প্রধানের হস্তক্ষেপ ছাড়া এক্ষেত্রে দ্রুত কোনো পদক্ষেপ আশা করা যায় না। এ নিবন্ধ এ আশাবাদ ব্যক্ত করে শেষ করতে চাই যে, সরকার অশ্লীলতা বন্ধে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেবে।